গোবিন্দপ্রসাদ মহাবিদ্যালয়

বাৎসরিক কলেজ পত্রিকা

বলাকা ২০১৭

অমরকানন, বাঁকুড়া

গোবিন্দ প্রসাদ মহাবিদ্যালয়

বাৎসরিক কলেজ পত্রিকা

বলাকা

২০১৭

সাধারণ সম্পাদক ঃ
শুভময় চ্যাটার্জী
সহ-সাধারণ সম্পাদক ঃ
সৌরভ দেঘরিয়া

পত্রিকা সম্পাদক ঃ
রাণা পণ্ডিত
পত্রিকা সহ-সম্পাদক ঃ
বাপি মণ্ডল

লহ প্রণাম

"তব জীবনের আলোতে
জীবন-প্রদীপ জ্বালি
হে পূজারি আজ নিভৃতে
সাজাব আমার থালি।"

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ দেশপ্রেমী

ঁগোবিন্দ প্রসাদ সিংহ

আপনার আদর্শকে পাথেয় করে শিক্ষার সৌরভে আর গৌরবে ভাস্বর হোক এই প্রতিষ্ঠান-সফল হোক আপনার স্বপ্ন।

If you want to know India, study Vivekananda

-Rabindranath

স্বামী বিবেকানন্দ

সার্ধ শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्वायत्त संस्थान

NATIONAL ASSESSMENT AND ACCREDITATION COUNCIL

An Autonomous Institution of the University Grants Commission

Quality Profile

Name of the Institution : Gobinda Prasad Mahavidyalaya

Place : Amarkanan, Gangajal Ghati, Dist. Bankura, West Bengal

Criteria	Weightage (W_i)	Criterion-wise Weighted Grade Point ($Cr\ WGP_i$)	Criterion-wise Grade Point Averages ($Cr\ WGP_i / W_i$)
I. Curricular Aspects	100	270	2.70
II. Teaching-Learning and Evaluation	350	910	2.60
III. Research, Consultancy and Extension	150	280	1.87
IV. Infrastructure and Learning Resources	100	250	2.50
V. Student Support and Progression	100	270	2.70
VI. Governance, Leadership & Management	100	280	2.80
VII. Innovations and Best Practices	100	260	2.60
Total	$\sum_{i=1}^{7} w_i = 1000$	$\sum_{i=1}^{7}(Cr\ WGP_i) = 2520$	

$$\text{Institutional CGPA} = \frac{\sum_{i=1}^{7}(Cr\ WGP_i)}{\sum_{i=1}^{7} W_i} = \frac{2520}{1000} = \boxed{2.52}$$

Grade = $\boxed{B^{+}}$

Date : September 12, 2017

Director

- This certification is valid for a period of five years with effect from September 12, 2017
- An institutional CGPA on a seven point scale in the range of 3.76 - 4.00 denotes A^{++} grade, 3.51 - 3.75 denotes A^{+} grade, 3.01 - 3.50 denotes A grade, 2.76 - 3.00 denotes B^{++} grade, 2.51 - 2.75 denotes B^{+} grade, 2.01 - 2.50 denotes B grade, 1.51 - 2.00 denotes C grade
- Scores rounded off to the nearest integer

বলাকা-২০১৭

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्वायत्त संस्थान

NATIONAL ASSESSMENT AND ACCREDITATION COUNCIL

An Autonomous Institution of the University Grants Commission

Certificate of Accreditation

The Executive Committee of the
National Assessment and Accreditation Council
on the recommendation of the duly appointed
Peer Team is pleased to declare the

Gobinda Prasad Mahavidyalaya

Amarkanan, Gangajal Ghati, Dist. Bankura, affiliated to University of Burdwan, West Bengal as

Accredited

with CGPA of 2.52 on seven point scale
at B+ grade
valid up to September 11, 2022

Date : September 12, 2017

Director

[illegible]

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধুলার তলে

ছাত্র সংসদ

"সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে" ॥

Members of the Governing body

1. Shri Ashutosh Mukherjee	President
2. Dr. Juran Ali Mandal	Secretary/T.I.C.
3. Shri Gopal Sharan Dwivedi	Govt. Nominee
4. Dr. Fatick Baran Mondal	B.U. Nominee
5. Dr. Shaikh Sirajuddin	B.U. Nominee
6. Prof. Mala Laha	B.U. Nominee
7. Dr. Tushar Kanti Halder	Teachers' Representative
8. Dr. Debajyoti Mondal	Teachers' Representative
9. Prof. Chayanika Roy	Teachers' Representative
10. Shri Bhabani Sankar Nayak	N.T.S. Representative
11. Shri Somenath Nayak	N.T.S. Representative
12. Shri Shubhamay Chatterjee	Students' Representative

Teaching Staff

Principal-in-charge : Dr. Juran Ali Mandal, *M.A., M. Phil., Ph.D.*

Bengali Dept.
: Dr. Tushar Kanti Halder, *M.A.Ph.D.(Head of the Dept)*
: Dr. Debajyoti Mondal, *M.A., Ph.D.*
: Sri Biswajit Kundu, *M.A.*

English Dept.
: Smt. Chayanika Roy *M.A. (Head of the Dept.)*
: Shri Parimal Saren, M.A.
: Sm. Shatabdi Roy (Guest Lect.), *M.A.*
: Smt. Sunanda Roy (Guest Lect.), *M.A.*

History Dept.
: Smt. Runu Ghosh *M.A. (Head of the Dept.)*
: Shri Bibekananda Sinha, *(Approved PTT) M.A.,B.Ed.*
: Shri Tapan Kr. Pandit, *(Approved PTT) M.A.,B.Ed.*
: Sri.Sovan Ghoshal (Guest Lect.), *M.A.*

Philosophy Dept.
: Dr. Juran Ali Mandal, M.A , M. Phil , Ph .D. (Head of Dept.)
: Sailaja Kanta Ghatak, (Guest Lect.), *M.A.*
: Smt. Dipika Chandra (Guest Lect.), *M.A.*
: Shri Goutam Mondal (Guest Lect.), *M.A.*

Geography Dept.
: Sri Pavel Sarkar, (Guest Lect.), *M.A.*
: Smt. Moumita Gorai, (Guest Lect.), *M.A.*

Mathematics Dept. : Dr. Sathi Mukherjee, *(Head of the Dept.) M.Sc., Ph.D.*

Pol. Science Dept.
: Sri Subhransu Gon , (Guest Lect.), *M.A.*
: Shri Tanmoy Mandal, (Guest Lect.), *M.A.*
: Shri Uttam Kr. Dey, (Guest Lect.), *M.A.*

Sanskrit Dept.
: Shri Buddhadev Ghosh, (Guest Lect.), *M.A., M.Phil.*
: Shri Sourav Dey, (Guest Lect.), *M.A.*
: Smt. Paramita Dutta, (Guest Lect.), *M.A., M.Phil.*

Economics Dept. : Vacant

Office Staff

1. Head Clerk	:	Vacant
2. Accountant	:	Sri Bhabani Sankar Nayak, B.Com. (Hons.) *(Additional charge of Head Clerk)*
3. Cashier	:	Sri Somenath Nayak B.Com., M. Music
4. Clerk	:	Vacant
5. Office-bearer	:	Sri Susanta Kt. Sinha, B.A.
6. Office-bearer	:	Smt. Shefali Gorai
7. Sweeper	:	Sri Paritosh Bouri
8. Night Watchman	:	Vacant
9. Darwan	:	Vacant
10. Library Clerk	:	Sri Sahadeb Bouri, (Casual), S.F.
11. Sri Subhankar Sen	:	Computer Operator (Casual), B.Sc.
12. Lakshmi Kanta Sinha	:	(Casual), B.A.

ছাত্র সংসদ-২০১৭

সভাপতি	ঃ ডঃ জুড়ান আলি মণ্ডল
সহ সভাপতি	ঃ সৌরভ মণ্ডল
সাধারণ সম্পাদক	ঃ শুভময় চ্যাটার্জী
সহ সাধারণ সম্পাদক	ঃ সৌরভ দেঘরিয়া
পত্রিকা সম্পাদক	ঃ রাণা পণ্ডিত
পত্রিকা সহ-সম্পাদক	ঃ বাপি মণ্ডল
সাংস্কৃতিক সম্পাদক	ঃ অনিমেষ রায়
সহ সাংস্কৃতিক সম্পাদক	ঃ রাধাকান্ত সিংহ
ক্রীড়া সম্পাদক	ঃ কৃষ্ণগোপাল সিংহ
সহ ক্রীড়া সম্পাদক	ঃ প্রিয়াঙ্কা নায়ক
ছাত্র কল্যাণ সম্পাদক	ঃ শুভদীপ দাস
ছাত্রী কল্যাণ সম্পাদক	ঃ মামণি সিংহ
বিজ্ঞান পরিষদ সম্পাদক	ঃ সুরজিৎ সিংহ

ছাত্র সংসদ-২০১৬

সভাপতি	ঃ ডঃ জুড়ান আলি মণ্ডল
সহ সভাপতি	ঃ অয়ন দেঘরিয়া
সাধারণ সম্পাদক	ঃ রাহুল সিংহ
সহ সাধারণ সম্পাদক	ঃ আস্তিক কুমার সিংহ
পত্রিকা সম্পাদক	ঃ অনিমেষ রায়
পত্রিকা সহ-সম্পাদক	ঃ সুরজিৎ সিন্‌হা
সাংস্কৃতিক সম্পাদক	ঃ প্রিয়া ব্যানার্জী
সহ সাংস্কৃতিক সম্পাদক	ঃ সানু সিংহ
ক্রীড়া সম্পাদক	ঃ সোমনাথ সিংহ
সহ ক্রীড়া সম্পাদক	ঃ পার্থ ঘোষ
ছাত্র কল্যাণ সম্পাদক	ঃ সঞ্জীব আখুলী
ছাত্রী কল্যাণ সম্পাদক	ঃ প্রিয়া গোরক্ষী
বিজ্ঞান পরিষদ সম্পাদিকা	ঃ করুণাময় সিংহ

প্রকাশক	ঃ	ডঃ জুড়ান আলি মণ্ডল *(ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, গোবিন্দপ্রসাদ মহাবিদ্যালয়)*
প্রকাশকাল	ঃ	১৫ ই নভেম্বর ২০১৭
সাধারণ সম্পাদক	ঃ	শুভময় চ্যাটার্জী
পত্রিকা সম্পাদক	ঃ	রাণা পণ্ডিত
সহ পত্রিকা সম্পাদক	ঃ	বাপি সপ্তল
পত্রিকা শিক্ষক-সম্পাদক	ঃ	অধ্যাপক বিশ্বজিৎ কুন্ডু

[এই পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোন লেখার দায়িত্ব লেখকের নিজস্ব]

উপদেষ্টামন্ডলী ঃ-

১. ডঃ জুড়ান আলি মন্ডল
২. ডঃ তুষার কান্তি হালদার
৩. ডঃ দেবজ্যোতি মন্ডল
৪. ডঃ সাথী মুখার্জ্জী
৫. শ্রীমতী চয়নিকা রায়
৬. শ্রী পরিমল সরেন
৭. শ্রী ভবাণীশঙ্কর নায়ক
৮. শ্রী সোমনাথ নায়ক
৯. শ্রী লক্ষ্মীকান্ত সিন্‌হা

অলংকরণ ঃ-

সুমন সিংহ, শুভজিৎ সিংহ, চন্দন মণ্ডল, অঙ্কিতা চ্যাটার্জী, মুন্না পাত্র, রাজদীপ আচার্য্য, সুজয় সিংহ, মহেশ্বর সিংহ, সৌরভ সিংহ, নিশীথ মণ্ডল, কল্যাণ কুমার মিশ্র

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের কলমে

গোবিন্দপ্রসাদ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রসংসদ কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক পত্রিকা 'বলাকা' যথাসময়ে প্রকাশ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে কলেজের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। কলেজের ছোট বড় সব কাজে কলেজের সব ছাত্রছাত্রীরা তথা ছাত্রসংসদ যেভাবে এগিয়ে আসে তা অত্যন্ত গর্বের বিষয়। কলেজের সামগ্রিক উন্নয়নে ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, পরিচালন সমিতির সদস্যবৃন্দ, অভিভাবক অভিভাবিকাগণ, এলাকার সুধী ব্যক্তিবর্গ তথা আপামর জনসাধারণ সর্বদা সচেষ্ট। সবাই মিলে এক সাথে চলা, এক কথা বলা এবং এক কাজ করাই আমাদের প্রথম এবং শেষ কথা। এলাকার স্বনামধন্য প্রাতঃস্মরণীয় প্রবাদপুরুষ গোবিন্দপ্রসাদ মহাশয়ের নামাঙ্কিত কলেজের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিতে সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতা কাম্য।

ডঃ জুড়ান আলি মণ্ডল
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ
গোবিন্দপ্রসাদ মহাবিদ্যালয়

সাধারণ সম্পাদকের কলমে

"এসো এসো ভ্রাতৃগণ। সরল আনন্দে
সরল প্রীতির ভরে
সবে মিলি পরস্পরে।"
(হোক ভারতের জয় ঃ রবীন্দ্রনাথ)

❑ **সবুজের অভিযান–** শুরুতেই সাথীদের জানাই আমার ও ছাত্র সংসদের পক্ষ থেকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা। গুরুজন, শিক্ষক মহাশয়দের জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম। ছুটির পর এবার কাজে ফেরার পালা। মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ সম্মিলিতভাবে রাজ্য সরকার, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সকলের সহযোগিতায় কলেজের উন্নয়নের কাজে নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে– আগামী দিনেও তা চলবে। খেলাধূলা ও পড়াশুনা চলবে একসাথে। সাথে নানার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড। ক্লান্ত হলেও হতে হবে ক্লান্তিহীন– তবেই আসবে সাফল্য।

❑ **মরুবিজয়ের কেতন–** সবুজে মোড়া প্রকৃতির মাঝে এ কলেজ। একদিকে জলাধার, অন্যদিকে পাহাড়। হয়েছে কলেজ মোড় থেকে পিচঢালা রাস্তা। বিজ্ঞান ও প্রকৃতির এই মেলবন্ধন আমাদের মহাবিদ্যালয়ের সম্পদ। কলেজ চত্বরে লাগানো হচ্ছে আয়ুর্বেদিক গাছ-গাছালি, ফুলের বাগনও হয়তো হবে। সুন্দর প্রবেশদ্বারের দু'দিক সাজানো হবে। মাঝে হয়তো থাকবে সিমেন্টের রাস্তা। চিরন্তন প্রকৃতির সাথে আধুনিক বিজ্ঞান– আমরা স্বপ্ন দেখি, তাকে বাস্তবে রূপ দেব আমরাই।

❑ **এ দেশ আমার গর্ব–** তবু মন খারাপ হয়ে যায় ভারতীয় সেনাদের মৃত্যুতে। জঙ্গীর প্রতিবেশী দেশটি সবসময়ই চোরাগুপ্তা হামলা চালায়। আমরা হিংসায় বিশ্বাসী নই– তা'বলে নম্রতাকে ভীরুতা বলে যেন ভুল না করে কেউ। সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের চেয়েও অনেক বেশী শক্তি ধরে আমাদের সেনা। আমরা এক হব– সেনাদের মনোবল বাড়াব। এ কলেজের বহু ছাত্র যোগ দিয়েছে সেনাবাহিনীতে–ভবিষ্যতেও দেবে। "আমরা করবো জয়।" আগামী দিনে কলেজের সার্বিক মান উন্নত করার কর্মযজ্ঞে চাই সবার সাহায্য ও সহযোগিতা। আমরা ছাত্র STUDENT ।

S =Studies. Simplicity. Sensitive
T = Thoughtful. Training from all things
U = Unity. Understanding
D = Discipline. Serious
E = Effortfull. Energetic
N = Normal. Neatness
T = Talented. Trust worthy

এত আদর্শ ও কর্তব্যের ভিড়ে না হারিয়ে আমরা কাজে হাত দেব। তবে সার্থক হবে ছাত্র বা Student নাম। আমরা পারবই– পারতে আমাদের হবেই।

জয় হিন্দ্ ! বন্দে মাতরম্।
জাতীয়তাবাদী গৈরিক অভিনন্দন

শুভময় চ্যাটার্জী
সাধারণ সম্পাদক

Poetry is the breath and finer spirit of knowledge.

-William Wordsworth

পত্রিকা অধ্যাপক -সম্পাদকের কলমে

বর্ষার ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি- রসোৎফুল্ল মন-মাঠ ।
দুদ্দাড় চাষ- সবুজের সমারোহ ।
সাদা কাশফুল- হলুদ নতুন ধানের গন্ধ-
বহুদিন পর নবান্ন মাঠভরা ধানে প্রাণ- ভরিয়ে এলো।
ওড় ওরে বলাকা- মাঠ-মাড়িয়ে মন ছাড়িয়ে ।
বাঁচুক সৃষ্টি- স্রষ্টাও
লেখার দায়ভার যদিও একান্তই লেখকের।
রিওতে সাক্ষী, সিন্ধুর পদক- দীপার লড়াই-
সীমান্তের প্রহরীদের লড়াই-
মাথা নত নতজানু আমরা ।
বলাকা- এসো দেশপ্রেমিকদের হৃদ-মাঝারে রাখি ।
ন্যাক উত্তীর্ণ সসম্মানে-বি প্লাস।
বলি বি পসেটিভ। হও আশাবাদী।

শ্রী বিশ্বজিৎ কুণ্ডু
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
গোবিন্দপ্রসাদ মহাবিদ্যালয়

পত্রিকা সম্পাদকের কলমে

"আয় বেঁধে, বেঁধে রাখি"

সকলের জন্য স্পষ্ট পরিমিত সূর্যের আয়োজন করতে গিয়ে যারা প্রাণ দিয়েছিল, সেই সমস্ত অলোক সামান্য মনীষীদের একজন গোবিন্দপ্রসাদ সিংহের নাম-ধন্য আমাদের এই মহাবিদ্যালয়। এই বৎসর আমরা ছুঁয়েছি সাফল্যের এক মাইল ফলক, যার নাম 'ন্যাক'। আজ আমাদের এই কলেজের অর্জিত সমস্ত সম্পদ, ক্রমার্জিত সমস্ত সম্মানকে বেঁধে রাখার শপথ নিতে হবে।

'স্বপ্ন দেখা হোক সফল'

সংস্কৃতি মানে জীবনের সমস্ত কিছু আমাদের আচার ব্যবহার, কৃষি, শিল্প, পোষাক, পরিচ্ছদ সমস্ত কিছু সভ্য ও ভদ্রজনোচিত হবে। আচার আচরণ হবে সুন্দর ও নমনীয়। ছাত্র সংসদ এই দৃষ্টান্ত বজায় রাখার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর।

"প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল"

পত্র-পত্রিকা সে তো মনের চাষ অথবা কৃষিজাত ফসল। কলেজ পত্রিকায় বড় বেশী প্রেমের ছড়াছড়ি তবু মনের আঙিনায় যে আলোটুকু পড়ে–তার সঠিক ঠিকানা আমাদের 'বলাকা'। তার সম্পাদক হিসাবে আমাদের মানতেই হবে প্রতি বৎসরের প্রতি সংখ্যায় আমরা তুলে ধরি এবং ধরবো। বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার মন আর মানের হুঁশ যাদের আছে সেই মানুষদের।

মা-মাটি মানুষের শরিক যে জন

রাণা পণ্ডিত

পত্রিকা সম্পাদক।

ছাত্র-সংসদের অবদান

এতদিন ধরে যা করতে পেরেছি

১। কলেজ মোড়ে প্রতীক্ষালয় নির্মাণ ।
২। কলেজ মোড়ে নলকূপ স্থাপন ।
৩। কলেজে ইংরাজী অনার্সে পঠন পাঠন শুরু ।
৪। ইংরাজীতে অধ্যাপক নিয়োগ ।
৫। কলেজ প্রাঙ্গণে ক্যান্টিন স্থাপন ।
৬। কলেজে পানীয় জলের নলকূপ স্থাপন।
৭। কলেজের প্রাঙ্গণে সাইকেল ঘর স্থাপন।
৮। কলেজের বিল্ডিং স্থাপন।
৯। কলেজের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য গাছ লাগানোর ব্যবস্থা।
১০। কলেজে ভূগোল বিষয় চালু।
১১। কলেজে মেয়েদের হোস্টেল নির্মাণ।
১২। কলেজে খেলার মাঠ নির্মাণ।
১৩। কলেজে হলঘর স্থাপন।
১৪। কলেজ মোড় থেকে কলেজে যাবার পিচ রাস্তা ।
১৫। কলেজে বাংলায় আরো অধ্যাপক নিয়োগ।
১৬। কলেজে লাইব্রেরী স্থাপন।
১৭। লাইব্রেরীতে বই আনার ব্যবস্থা।
১৮। মেয়েদের কমন রুমের ব্যবস্থা।
১৯। কলেজে মেয়েদের ল্যাট্রিন বাথরুমের ব্যবস্থা।
২০। কলেজে প্রাচীর স্থাপন।
২১। কলেজে সংস্কৃত চালু।
২২। ভূগোলে ফুল টাইমার নিয়োগ ও অনার্স চালু।
২৩। কলেজের ছেলেদের ল্যাট্রিন ও বাথরুম নির্মাণ।
২৪। কলেজের লাইব্রেরীতে আরও বই বৃদ্ধি।
২৫। কলেজে আরও ফুলের গাছ লাগানোর ব্যবস্থা।
২৬। কলেজে জলের জন্য পরিস্কার ট্যাঙ্কের ব্যবস্থা ।
২৮। কলেজে খেলার সমস্ত সরঞ্জাম আনার ব্যবস্থা।
২৯। কলেজে উন্নত মানের ক্যান্টিন স্থাপন করা।
৩০। ওয়াটার কুলার মেশিন বসানোর ব্যবস্থা।
৩১। সাইকেল স্ট্যাণ্ড নির্মাণ ।
৩২। নতুন দ্বিতল ভবন ।
৩৩। কলেজ বিল্ডিং-এর সংস্কার ।
৩৪। কলেজে জিম-এর প্রজেক্ট শুরু।
৩৫। নতুন ক্যান্টিন স্থাপন।
৩৬। পানীয় জল সু-স্বাস্থকর করার জন্য ওয়াটার ফিল্টারের ব্যবস্থা ।
৩৭। কলেজের শ্রীবৃদ্ধির জন্য ফুলের বাগান।
৩৮। ন্যাক (NAAC)দ্বারা মূল্যায়ণ আমরা করাতে পেরেছি।

আমাদের দাবি

১। কলেজে বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগ চালু করতে হবে।

২। সংস্কৃত, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও দর্শনে অনার্স চালু করতে হবে।

৩। ভূগোল অনার্সের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।

৪। বিভিন্ন বিষয়ে আরও অধ্যাপক নিয়োগ করতে হবে।

৫। কলেজে আরও নতুন শ্রেণীকক্ষ তৈরি করতে হবে।

৬। কলেজের খেলার মাঠের সংস্কার করতে হবে।

৭। কলেজে এন.সি.সি. চালু করতে হবে।

৮। কলেজে সাংস্কৃতিক মঞ্চ তৈরি করতে হবে।

৯। ভূগোল ল্যাব এর উন্নতি করতে হবে।

১০। N.S.S. আরও Unit চালু করতে হবে।

১১। লাইব্রেরীতে বই সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।

সূচীপত্র-

সৃষ্টি	স্রষ্টা	পৃষ্ঠা
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের কলমে		
সাধারণ সম্পাদকের কলমে		
সহ-সভাপতির কলমে		
পত্রিকা অধ্যাপক-সম্পাদকের কলমে		
পত্রিকা সম্পাদকের কলমে		

কবিতা

ভিন জেলায় চাকরি	জুড়ান আলি মণ্ডল	১
জাগো	রাণা পণ্ডিত (দ্বিতীয় বর্ষ)	২
মা আসছে	পায়েল মুখার্জ্জী	২
শরৎ তোমার	বিধান ঘোষ (প্রথম বর্ষ)	৩
শরৎকাল	শুভময় চ্যাটার্জ্জী (দ্বিতীয় বর্ষ)	৩
ঘুরে দাঁড়ানো	কৃষ্ণ গোপাল সিংহ (তৃতীয় বর্ষ)	৪
সাহস থেকে প্রেম	মুন্না পাত্র (দ্বিতীয় বর্ষ)	৪
আশার আলো	শুভজিৎ সিংহ (তৃতীয় বর্ষ)	৫
কবিগুরু	বর্ণালী সিংহ (প্রথম বর্ষ)	৫
মৃত্যুর ভালোবাসা	রাজ চঁন্দ (দ্বিতীয় বর্ষ)	৬
মা আসছে	নিশীথ মণ্ডল (দ্বিতীয় বর্ষ)	৬
জীবনের শেষ পথ	সুরজিৎ সিন্‌হা (তৃতীয় বর্ষ)	৭
না চেয়েও পাওয়া	সুভদ্রা মণ্ডল (প্রথম বর্ষ)	৭
শুধু তোমাকে	মৌসুমী নন্দী (দ্বিতীয় বর্ষ)	৭
ব্যর্থ ভালোবাসা	সুপ্রভা রায় (প্রথম বর্ষ)	৮
বন্ধু	সুপ্রভা রায় (প্রথম বর্ষ)	৮
বিধ্বংসী বৃষ্টি	রমা মণ্ডল (প্রথম বর্ষ)	৯
পল্লীমাতা	মাম্পী পাল (প্রথম বর্ষ)	৯
দান	রিম্পা মুখার্জ্জী (প্রথম বর্ষ)	১০

বন্ধু	মধুমিতা ঘোষ (প্রথম বর্ষ)	১১
সম্পর্কের ইতিহাস	মুক্তা তন্তুবায় (প্রথম বর্ষ)	১১
Madhyamik-2013	দীনবন্ধু মাজী (প্রথম বর্ষ)	১২
Good bye mam	Sourav Das (3rd year)	13
Education	Suman Karmakar (2nd year).	13
Next time	Asutosh Sinha (1st year)	14
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	বনশ্রী পাত্র (দ্বিতীয় বর্ষ)	১৪
সোনামনির বিয়ে	বনশ্রী পাত্র (দ্বিতীয় বর্ষ)	১৫
ভাই	মনোজ মণ্ডল (প্রথম বর্ষ)	১৫
পরশ	মুন্না পাত্র (দ্বিতীয় বর্ষ)	১৫
কন্যাশ্রী	সুস্মিতা আখুলী (দ্বিতীয় বর্ষ)	১৬
জীবনের লাশ	ব্রহ্মানন্দ মুখার্জী (প্রথম বর্ষ)	১৬
আমার মা	অঞ্জলী পাল (প্রথম বর্ষ)	১৭
জীবন পাখি	সুস্মিতা ঘোষ (প্রথম বর্ষ)	১৭
আমার প্রশ্ন	বুলবুল ঘোষাল (প্রথম বর্ষ)	১৮

গল্প ও প্রবন্ধ

বিবাহ	সুমন সিংহ (দ্বিতীয় বর্ষ)	১৯
অবুঝ ভালোবাসা	সৌরভ লায়েক (দ্বিতীয় বর্ষ)	২১
অভিমানী ভালোবাসা	বিক্রম মণ্ডল	২৩
চিনে দেখো আসল নায়ক কে ?	পায়েল পাল	২৫
A Tribute to our parents	Brahmananda Mukherjee (1st year)	28

কবিতা

ভিন জেলায় চাকরি

ডঃ জুড়ান আলি মণ্ডল

আমি পণ্ডিপুরের জুরুনালি থাকি গোয়াড়ি,
ভিন জেলাতে চাকরি করি সপ্তায় সপ্তায় ফিরি।
মঙ্গলবারে রওনা দিই আর শনিবারে ঘুরি,
আমি পুরুলিয়ার স্টেট বাসে করি প্যাসেঞ্জারি।
সে এক ভোরের গাড়ী চলে ভারী, সকাল সকাল পৌঁছে দেয়,
দুর্গাপুরে নেমে দেখি ন'টা বাজে কাঁটায় কাঁটায়।
সেখান থেকে মিনি ধরি ঘণ্টা দেড়েক দিয়ে পাড়ি
অমরকানন পৌছে আমি কলেজ জয়েন করি।
ভিন জেলাতে চাকরি আমার, করি প্রফেসারি।
মাঝে মধ্যে 'ব্ল্যাক' ধরি, দুর্গাপুরে ছাড়ি,
সারা বাংলার ছবি দেখি রেলগাড়িতে চড়ি।
সুপার ফাস্টে ভাড়া বেশি ভিড় খুব, ছোটে তাড়াতাড়ি,
রেল টপকে ষ্ট্যাণ্ডে এসে আবার মিনি গাড়ি।
আমি ভিন জেলাতে চাকরি করি উইকেণ্ডে ফিরি।
বুধ, বিষ্যুৎ, শুক্র থাকি অমরকানন পড়ি,
ব্যাঙ্কের উপর বসত করি নিয়ে ভাড়ার বাড়ি।
দশটা চারটা কলেজ করি, রুটিন মেনে ক্লাস সারি,
পড়তি বেলায় বাসায় ফিরি চেপে সাইকেল গাড়ি,
আর শনিবারে কলেজ মোড়ে, ফিরতি গাড়ি ধরি।
ভিন জেলাতে চাকরি করি ফি হপ্তায় ফিরি।
রোদ, বৃষ্টি, ঝড় মাথায় নিয়ে যাওয়া আসা করি,
কখন সখন ট্রেনে বাসে ভীষণ কষ্টে পড়ি।
এমনি করে কাটিয়ে দিলাম আটাশটি ফেব্রারি,
বাঁকুড়া জেলায় চাকরি আমার কৃষ্ণনগরে বাড়ি।

জাগো

রাণা পণ্ডিত (দ্বিতীয় বর্ষ)

পূর্বের আকাশে নতুন সূর্য,
তাকে বিলীন হতে দিও না।
গাছের ডালে পাখির কুজন
ডাকতে তাদের বাধা দিওনা।
জ্বালিয়োনা ধর্ম বিরোধী মোমবাতি
ধরনীতে রাখো শান্তি।
পৌঁত জোড়া ফুল।
বল জোর গলায়
"মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম"

মা আসছে

পায়েল মুখার্জী

কাশের বনে মাতলো গো মাঠ
মিষ্টি সুরে হাওয়া,
মেঘের ভেলা ভাসিয়ে এলো
শরৎ কালের ধোঁয়া।
খড়ের গায়ে লাগলো মিষ্টি
বাঁশের কোনে বাঁশ,
আসছে মা তার বাপের বাড়ি
কাটিয়ে বারো মাস।
সঙ্গে আসছে ময়ূর বাহন
লক্ষ্মী সরস্বতী,
আসছে সাথে গণেশ নিয়ে
ভোলার-ই পার্বতী।
বাজবে এবার ঘণ্টা কাঁসর
শ্বেত রং এর শাঁখ,
নাচবে সবাই মন মাতিয়ে
ধাই কুড়ু- কুড়ু ঢাক

আগুনকে যে ভয় পায়, সে আগুনকে ব্যবহার করতে পারে না।
–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শরৎ তোমার

বিধান ঘোষ (প্রথম বর্ষ)

শরৎ তোমার নীল আকাশে
সাদা মেঘের ভেলা
এখানে ওখানে ভেসে বেড়াচ্ছে
করছে নানান খেলা।
শরৎ তোমার কাশফুল দোলে
হালকা হাওয়ার টানে
তা দেখে মন ভরে ওঠে
দাগ কেটে যায় প্রাণে।
শরৎ তুমি দিয়েছো বিদায়
জলে ভরা বর্ষা
কালো মেঘকে সরিয়ে দিয়ে
মেঘকে করেছো ফর্সা।
তোমার ডাকেই শিউলিফুলে
গন্ধে ভরে থাকে
নতুন সকালের সূর্যকে
সে ঝলমলে রাখে।
আগমনীর বার্তা নিয়ে
শরৎ তুমি আসো।
মন মাতানো খুশির আলো দিয়ে
শারদীয়াকে ভালো বাসো।
তোমার ডাকে মা দুর্গা
আসে বাপের বাড়ি
বাঙ্গালীদের খুশি করে
পরে দিয়ে যায় আড়ি।

শরৎকাল

শুভময় চ্যাটার্জী (দ্বিতীয় বর্ষ)

সবুজ পাতার ঘাসের ভিতর
সাদা জুঁইয়ের চিঠি লিখে
কোন পাথরের ওপার থেকে
আনিল ডেকে শরৎ কালকে ?
আনল ডেকে মটর শুটি
শুশুনি আর সন্না শাগে
আনিল ডেকে কুয়াসাকে,
সাজ সকালে পুকুর পারে।
সকাল বেলায় শিশির ভিজায়
ঘাসের উপর চলতে গিয়ে
হালকা মধুর শীতের ধোঁয়ায়
শরীর ওঠে শির শিরিয়ে।
আরও এল সঙ্গে
নতুন গাছের তালের রসে
লোভ দেখিয়ে মিষ্টি মিঠায়
মিষ্টি মেখলায় খেতে বসে।
শরৎ কাল আর শিশির ভিজা
আঁচল তলে গাঁদা বোঁটায়
চুপে চুপে রং মাখল
আঁকাশ থেকে ফোঁটা ও ফোঁটায়।

যদি তুমি মানুষকে বিচার করতে যাও, তাহলে ভালবাসার সময় পাবে না।
–মাদার টেরেসা

ঘুরে দাঁড়ানো

কৃষ্ণ গোপাল সিংহ (তৃতীয় বর্ষ)

যেদিন ফুসফুসকে ধরল কালান্তক কর্কট রোগ
মনে হল জীবনের সমস্ত সুখ ভোগ
আর ক্রিকেট
মুছে গেল।
যেদিন ধর্মতলা অভিযানে লুটিয়ে পড়ল তার
রক্তাক্ত দেহ
সেদিন নিন্দুক অথবা ভালোবাসার কেহ ভাবতে
পারেনি, তিনি ঘুরে দাঁড়াবেন।

কিন্তু এমনি করেই দাঁত টেপা লড়াই মানুষের
জাত চেনায়।
অনন্ত এক হার না মানা প্রতিজ্ঞায়
যুবরাজ থেকে নেত্রী
পতাকা হাতে নেন।

সাহস থেকে প্রেম

মুন্না পাত্র (দ্বিতীয় বর্ষ)

আমার শুধু ইচ্ছে করে
সঙ্গে বসে থাকি
হঠাৎ করে তোমার গায়ে
গোপন হাত রাখি
রাখতে রাখতে সাহস হবে
সাহস থেকে প্রেম
বুঝবে আমি শিকড় গুলো
কীভাবে ছড়াচ্ছে।
আমার শুধু ইচ্ছে করে
সঙ্গে ভেসে যেতে
ভাসতে ভাসতে সবটা নদী
বুকের কাছে পেতে
এমনি করেই সাহস হবে
সাহস থেকে প্রেম
তখন তুমি বুঝবে না যে
কীভাবে জুড়ালে।

আমি চাই তোমাদের প্রত্যেকে আমি যা হতে পারতাম তদপেক্ষা শতগুণে বড় হও। তোমাদের প্রত্যেককেই শূরবীর হতে হবে, হতেই হবে। **-স্বামী বিবেকানন্দ**

আশার আলো

শুভজিৎ সিংহ (তৃতীয় বর্ষ)

যখন হতাশা আমায় ধরবে জেঁকে
দমকা হাওয়ায় উড়িয়ে দেব তাকে।
আজ যা পারিনি, কাল তো তা পারব,
কাল বা পরশু ব্যর্থতাকে ব্যর্থ করেই ছাড়ব।
কারণ আমি জানি, যেখানে আছে পরিশ্রম
সেখানে ব্যর্থতার তৈরি হবে না, কোনো আশ্রম।
কোনো হতাশার স্থান হবে না তো মনে
এক ধাক্কায় তাড়িয়ে দেব কোন সে সুদূর বনে।
বুঝবে তখন সে সকলকে কষ্ট দেওয়ার ফল
কান্নায় তার চোখ দুটো করবে ছলছল।
সাফল্য লাভ করেই আমি হাসব হা-হা করে
দেখব তখন হতাশা কেমন আমায়
ঘিরে ধরে থাকা ছিঁড়ে পড়ে।

কবিগুরু

বর্ণালী সিংহ (প্রথম বর্ষ)

বলতে পারো কবিগুরু।
কবে তুমি করলে শুরু,
তোমার ঐ মধুর কবিতা ?
সেই কবিতায় পাগল হয়ে
সবাই চলল বঙ্গ জয়ে,
ভেঙে দিল দেহের সকল জড়তা,
ব্রিটিশদের বিতাড়িত করে
দেশমাতাকে শান্তি দেরে
বলেছিল সেই তোমার মনটা।
কবি তুমি এতই মহান।
ডেকেছিল কে আছ জোয়ান।

মৃত্যুর ভালোবাসা

রাজ চন্দ (দ্বিতীয় বর্ষ)

আজ আমি খুব খুশী
অনেক সময় পর আজ একটা মানুষ
আমাকে ভালোবাসার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে
সামনে সে আমার চোখের নীচেই রয়েছে
বসে আছে একটা সুন্দর চেয়ারের উপর
তবে কি যেন একটা কাগজে লিখছে
লিখছে হয়তো তাদের প্রিয়জনদের
উপর না বলা শেষ অভিমান গুলোই
যাই হোক বর্তমান হিসেবে আমায়
তো মেনে নিয়েছে আজ
কিন্তু ঘরের দরজাটা সারাক্ষণ কেন বন্ধ ?
হয়তো আজ আমাকে আলিঙ্গন করাটা
কাউকে দেখাতে চায় না সে
না, আমারও আজ অপেক্ষা হচ্ছিল না
তাই দেরি না করে কোলেই তুলে নিলাম
পা গুলো তার আর মাটিতে থাকলো না
আর কাল সকালের মিষ্টি রোদও
তার মুখে পড়বে না
পড়বে শুধু আমার ছন্দে দুলতে থাকা
তারা ঠাণ্ডা দুপায়ে

মা আসছে

নিশীথ মণ্ডল (দ্বিতীয় বর্ষ)

ভাদ্র আশ্বিন মাস দুটোকে
বলে শরৎ কাল
মাঠে ঘাটে কাশফুল
ফোটে চিরকাল
বৃষ্টি ভেজা শরৎ আকাশ
শিউলি ফুলের গন্ধ
মা আসছে ঘরে ঘরে
দরজা কেন বন্ধ।
আসিতেছে দুর্গাপুজো
শরতের সাজে সাজে।
পুজো মানে মনের ভেতর
দারুন উথাল পাথাল
পুজা মানে মিষ্টি সাজে।
স্নিগ্ধ শিশির সকাল।
ভাদ্র আশ্বিন শরৎকাল।
মাথায় চিন্তা ভাব
মায়ের পুজা চলে এলো
জামা কাপড়ের অভাব
কাশফুলের হাতটি ধরে
ঢাকে ঢাকে পড়বে কাঠি
গুণে দেখো পুজা আসতে
আর কটা দিন বাকি

জীবনের শেষ পথ

সুরজিৎ সিনহা (তৃতীয় বর্ষ)

দুই চোখ ভরে বইছে নদী ভালোবাসার ঢেউ।
ওপার থেকে ডাক দিয়েছে আসলে তুমি কই ?
আমি একা শূন্য পথে ?
কি অপরাধ করেছিলাম তোমায় ভালোবেসে?
যা আমার জীবনে শুধু কান্না রেখে দিলে শেষে।
যদি রাখ হাত একবার নিজের হৃদয়ে,
স্বপ্ন স্বরূপ দেখতে পাবে তোমার নয়নে।
তবু কেন ভালো বাস না আমায়,
একদিন তোমায় ছেড়ে চলে যাব অনেক দূরে।
তখন ভালোবেসে ডাকলেও পাবে না আমাকে।
এই পৃথিবীতে আমি বড় একা,
তবুও ভুলতে পারি না তোমার স্মৃতির কথা।
এখন এই পৃথিবী বুঝিয়ে দিয়েছে।
পৃথিবীতে আসিয়াছি একা
যাইতেও হবে একা

না চেয়েও পাওয়া

সুভদ্রা মণ্ডল (প্রথম বর্ষ)

আমি এমন চাঁদ চাইনা যে
প্রভাত এলে চলে যায়
আমি এমন ফল চাইনা যে
মাটিতে ঝরে
আমি এমন ফুল চাইনা যে
হাত দিলে নষ্ট হবে
আমি এমন নদী চাইনা যে
সাগরের ঢেউয়ে ভাসিয়ে দেবে
আমি এমন কাজল চাইনা যে
চোখের জলে নষ্ট হবে

শুধু তোমাকে

মৌসুমী নন্দী (দ্বিতীয় বর্ষ)

সব বলা হয়,
তবু বলা হয় না।
সব শোনা হয়,
তবুও শোনা হয় না।
অনেক কথা হয়,
তবুও কথা থেকে যায়।
অনেক দেখেও, দেখা হয় না
তোমাকে
শুধু তোমাকে

ব্যর্থ ভালোবাসা

সুপ্রভা রায় (প্রথম বর্ষ)

আমি আকাশকে ভালোবেসেছিলাম
কিন্তু তাঁর ছোঁয়া পেলাম না।
আমি বাতাসকে ভালোবেসেছিলাম
কিন্তু তাঁকে ধরতে পারলাম না।
আমি নদীকে ভালোবেসেছিলাম
কিন্তু সে আমার জন্য অপেক্ষা করল না।
আমি সাগরকে ভালোবেসেছিলাম
কিন্তু তাঁর তল পেলাম না।
আমি পাহাড়কে ভালোবেসেছিলাম
কিন্তু সে কথা বললো না।
আমি গানকে ভালোবেসেছিলাম
কিন্তু তার কোনো সুর পেলাম না।
আমি কবিতাকে ভালোবেসেছিলাম
কিন্তু কোনো ছন্দ পেলাম না।
আমি বান্ধবীদের ভালোবেসেছিলাম
তারা ভালোবাসার কোনো মূল্য দিল না।
সব শেষে আমি একজনকে ভালোবেসেছিলাম
যাকে ধরে রাখতে পারলাম না।
সুখ হবে না জানি দুঃখে থাকবো চিরকাল।
তাই বলছি ভালোবাসা অপরাধ
তবুও ভালোবাসো।
কেননা ভালোবাসা দিয়েই রেখেছি রাজ্যের সম্মান।

বন্ধু

সুপ্রভা রায় (প্রথম বর্ষ)

বন্ধু মানে রাতের আকাশ
মিষ্টি রাতের তারা।
বন্ধু মানে তাহার টানে
আবার ঘোরাফেরা।
বন্ধু মানে নীল সাগরে
উথলে পড়া ঢেউ।
বন্ধু মানে মনের মাঝে
অজানা এক কেউ।
বন্ধু মানে থাকবে পাশে
সকাল দুপুর সাঁঝে।
বন্ধু মানে থেমে যাবে না
কঠিন কোনো কাজে।
বন্ধু মানে শিউলি ঝরা
শীতের কোনো ভোর
বন্ধু মানে মনের ঘরের
অজানা এক চোর
বন্ধু মানে শরৎ ঋতুর
পঙ্কজময় দীঘি
বন্ধু মানে রাখবে পাশে
সারা জীবন ব্যাপী
বন্ধু মানে জীবন পথের
নতুন কোনো দিশা
বন্ধু মানে হবে না কভু
রক্ত বহ্নি-শিখা।
বন্ধু মানে মনে কথা
একটু খুলে বলা।
বন্ধু মানে তোর সঙ্গে
একটু ভাব আড়ি।
বন্ধু হয়ে তোর জন্য
করতে সবই পারি।

বিধ্বংসী বৃষ্টি

রুমা মণ্ডল (প্রথম বর্ষ)

বৃষ্টি, ওগো বৃষ্টি কেন তোমার অসময়ে আসা ?
কৃষককে করেছো তুমি নিরাশা
তুমি মেটাও জগতের পিপাসা
তবে কেন হয়েছো প্রাণের বিনাশা।
তুমি মাঝিদের জীবিকার আশা।
তবে কেন মারিছো তাদের হে নৃসংশ।
ধ্বংস হত্যা করেছো কতশত প্রাণের আশা
বৃষ্টি ওগো বৃষ্টি কেন তোমার অসময়ে আসা
তোমার আগমন কৃষকের মুখের হাসা
তবে কেন করেছো তাদের নিরাশা
বৃষ্টি ওগো বৃষ্টি কেন তোমার অসময়ে আসা ?

পল্লীমাতা

মাম্পী পাল (প্রথম বর্ষ)

ওই যে দূরে যাচ্ছে দেখা–
বিশাল একটা গ্রাম
ওই আমার পল্লীমাতা–
হলাই-গড়িয়া-নাম
সারি সারি গাছ আর
পুকুর-ডোবায় ভরা-
ওই গ্রামেতে জন্ম আমার
সবার চেয়ে সেরা
ওই গ্রামেতে সবাই খাটে
কেউবা অলস নয়
ভরিয়ে রাখে উৎসবেতে
গ্রামের মানুষজন
কেউ কখনও থাকেনা
দুঃখ নিয়ে গ্রামের মানুষজন
সবাই থাকে হাসি খুশি
তাই তো আমার পল্লীমাতাকে
সবাই ভালোবাসি ।

দান

রিম্পা মুখার্জী
(প্রথম বর্ষ)

ভেবেছিলাম চেয়ে নেব, চাইনি সাহস করে,
সন্ধ্যেবেলায় যে মালাটি গলায় ছিলে পরে।
আমি চাইনি সাহস করে।
ভেবেছিলাম সকাল হলে
যখন পারি যাব চলে
ছিন্নমালা শয্যাতলে
রইবে বুঝি পড়ে।
তাই আমি কাঙালের মতো এসেছিলেম ভোরে
তবু চাইনি সাহস করে।
"এতো মালা নয় গো! এ যে তোমার তরবারি!"
জ্বলে ওঠে আগুন যেন বজ্রহেন ভারি,
এ যে তোমার তরবারি।
তরুণ আলো জানলা বেয়ে
পড়ল তোমার শয়ন ছেয়ে
ভোরের পাখি শুধায় গেয়ে
কি পেলি তুই নারী ?
নয় এ মালা, নয় এ থালা, গন্ধ জলের বারি।
এ যে ভীষন তরবারি ॥
তাইতো আমি ভাবি বসে ! একি তোমার দান।
কোথায় এলে লুকিয়ে রাখি, নাইযে হেন স্থান।
ওগো..এ কি তোমারি দান !
শক্তি হীনা মরি লাজে, এ ভূষণ কি আমার সাজে ?
রাখতে গেলে বুকের মাঝে, ব্যথা যে পাই প্রাণ।
তবু আমি বইব বুকে এই বেদনার মান-
নিয়ে তোমারি এ দান
আজকে হতে জগৎ মাঝে ছড়াব আমি ভয়,
আজ হতে মোর সকল কাজে তোমার হবে জয়
মরণকে মোর দোসর করে
রেখে গেছ আমার ঘরে।
আমি তারে বরণ করে
রাখব পরান-ময়
তোমরা তরবারি আমায় করবে বাঁধন ক্ষয়-
আমি ছাড়ব সকল ভয়
তোমার লাগি অঙ্গ ভরি করব না আর সাজ।
নাইবা তুমি ফিরে এলে ওগো হৃদয় রাজ,
আমি করব না আর সাজ।
ধুলায় সে তোমার তরে
কাঁদব না আর একলা ঘরে
তোমার লাগি ঘরে পরে
মানব না আর লাজ
তোমার তরবারি আমায় সাজিয়ে দিল আজ
'আমি করব না আর সাজ।

বন্ধু

মধুমিতা ঘোষ (প্রথম বর্ষ)

তুমি কি জানো, পাখি ডাকে কেন ?
তোমার ঘুম ভাঙবে বলে।
তুমি কী জানো, ফুল ফোটে কেন ?
তুমি দেখবে বলে ?
তুমি কী জানো, মেঘ ডাকে কেন?
তুমি দুঃখ পেলে।
তুমি কী জানো, আমি লিখি কেন ?
তুমি পড়বে বলে।
তুমি কী জানো, পৃথিবীতে আমি এসেছি কেন ?
তোমায় পাব বলে।
তুমি কী জানো, তোমায় ভালোবাসি কেন ?
তুমি খুব ভালো বলে।
তুমি কী জানো, তুমি ভালো কেন ?
তুমি আমার বন্ধু বলে।

সম্পর্কের ইতিহাস

মুক্তা তন্তুবায় (প্রথম বর্ষ)

মায়ের মামার নিজের বোন
বলে শুধু মাসি
তাই দেখে বাবার বোন
করে হাসাহাসি
কেন কর হাসাহাসি ?
অতই জান যদি
তার বোন কে হয়
যে তোমার বৌদি
দাদুর বউ দিদা হয়
মায়ের বোন মাসি
দাদার বউ বৌদি হয়
বাবার বোন পিসি
তোমার নিজের বোনের মেয়ে
হবে তোমার কে ?
যে তোমাকে দাদু বলে
তার মা তোমার কে ?
একটি ছেলের বাবার বাবা
তার বাবা যিনি
তার ছেলের নাতি
হবে কে তিনি।
মাসির মাসি কে হয়
পিসির পিসি কে
জামাই-এর পিসিকে পিসি শাশুড়ি
বলবে কেন সে ?

Madhyamik-2013

দীনবন্ধু মাজী (প্রথম বর্ষ)

মাধ্যমিক পরীক্ষা যেদিন শুরু হয়।

25.02.2013

10টা বেজে উঠে ঘড়িতে যখন,
সাইকেল নিয়ে মোরা বেরোয় তখন ॥
দুজন তো আগেই গিয়েছে সকাল ৬টায়,
Room খুঁজে রেখেছে তারা, খুঁজতে হয় নাই।
গিয়ে মোরা উঠি দু-তলার উপরে
এমন সময় Dinabandhu বলে Bapi কোথায় রে ॥
আচমকা মোদের মনে পড়ে,
Raju আসছে সাইকেল চড়ে ॥
Prasanta চলে Roll এর খোঁজে
ফিরে আসে বুঝে সুঝে ॥
Laxmishree নামে ছিল এক মেয়ে
গোলমাল হয় তার Roomখোঁজা নিয়ে ॥
কেউ বলে Roll-3, কেউ বলে 12
এমন সময় Amiya বলে Admit বের করো ॥
আসার পথে ঢুকে ছোটো দোকানে
দোকানে ঢুকে Dinabandhu (Aircel Sim) কিনে
খাওয়া দাওয়া স্নান সেরে
পৌঁছে যায় Amiya এর ঘরে ॥
ঘর থেকে বেরিয়ে পরে
আবার আসি সাইকেল চড়ে ॥
যেতে যেতে পথের মাঝেDinabandhu-এর Phone টা বাজে
খবর এল নাকি Power ভরেছে 174 Rup ॥
Phoneরেখে Balance দেখে সব হয়েছে কাকা,
দেখেই যে তার রাগ চড়ে,
ঘুরে আবার Phoneকরে ॥
তার পরেতে ফেরার সময়,
বাস ট্যাক্সি জড়ো হয় ॥
তবু মোরা পাশ কাটিয়ে।
পৌঁছে যাই সাইকেল নিয়ে॥

Good bye mam

Sourav Das *(3rd year)*

The mam is at the door at last.
The eager student, mounting fast
And shaking hands, in chorus sing
Good- bye Good bye, to everything!

To house and garden, field and lawn,
The meadow-gates we swang upon,
To pump and stable, tree and swing,
Good- bye Good bye, to everything!

And fare you well evermore,
O ladder at the hayloft door,
O hayloft where the cobwebs cling,
Good- bye Good bye, to everything!

Everyone crying and saying don't go;
The trees and houses smaller grow,
Last, bound the woody turn we sing,
Good- bye Good bye, to everything!

Education

Suman Karmakar

(2nd year).

Education is the pioneer of Renaissance.
Education is the light of hope.
Education is the lamp of knowledge.
Education is the Sun of Morrow.
Education is the Star of Sorrow.
Education is the stream of river.
Education is the mirror of mind.
Education is the way of improvement.
Education is the weapon of welfare
Education is the law of change.

Next time

Asutosh Sinha *(1st year).*

Next time we won't fail & sway
though we are fail now, we are broken down
We though we will make it, but couldn't reach the crown
follys so trivial made by us,
don't please don't make it enormous!
Let these bloody thoughts die, Let it fly away
Come on, get up, come hold my hand,
We will check, we will make up our fault,
Next time we are getting what we have thought.
We must, we will do it again from the start
We won't fall in front of this trivial hurt.
I know, next time or that high pedestal we will start.
Come on, get up, Let it un away
next chance is our my friend, we will stay.

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বনশ্রী পাত্র (দ্বিতীয় বর্ষ)

দামোদর দেখেছিস
দামোদরের ঢেউ ॥
দু-কূল যখন প্লাবিত হয়–
সাঁতরে পেরোই কেউ ॥
গা ঝম ঝম মাথা ঝম ঝম
শিউরে ওঠে চোখ ॥
জলের তোড়ে কেঁপে ওঠে
দু-লোক ভূ-লোক ॥
সেই দামোদর করেছিলেন
বিদ্যাসাগর জয় ॥
সাঁতরে তিনি পেরিয়ে ছিলেন
কোথায় তাঁর ভয় ॥

সোনামনির বিয়ে

বন্শ্রী পাত্র (দ্বিতীয় বর্ষ)

চাঁদ ওঠেছে ফুল ফুটেছে
কদম তলায় খাঁ খাঁ ॥
বিয়ে হল না সোনামনির
বর চেয়েছে টাকা ॥
মেয়ের জন্য চিন্তা ভীষণ
বাপ বয়েছে প্যাঁচে ॥
ছাদনা তলার জন্য সবাই
কান্না ভুলে গেছে ॥
জাত ভিখেরী বরের বাবা
চলল ফিরে বাড়ি ॥
বর হেঁটে যায় ঠিক পিছনে
বাধ্য ছেলে ভারী ॥
কে দেখেছে কে দেখেছে
সবাই দেখেছে ॥
অঙ্গ জুড়ে সোনামণি
আগুন মেখেছে ॥

পরশ

মুন্না পাত্র (দ্বিতীয় বর্ষ)

তোমার পরশ পরশ পাথর
পরশেতেই সোনা
দেহে আমার রয়না প্রাণ
তোমার পরশ বিনা।

তোমার পরশ বিনা আমার
মন বসেনা কাজে।
থাকলে তুমি সময় দামী
তুমি হীন বাজে।

ভাই

মনোজ মণ্ডল (প্রথম বর্ষ)

সবার প্রিয় ভাই
কাজ করতে শ্রেয়।
পড়ার নামে করে নেট
রাগ করতে সবার আগে
পড়তে হলে সবার পরে
সারাদিন খেলা খেলা
রাত্রি হলে ঘুমিয়ে পড়া
গান নিয়ে মেতে থাকা
এই শুধু কাজ তার
তবুও ভালো আমার ভাই
সবার কাছে স্নেহ পাই
বাবা-মায়ের আদরের।
সে আমার ছোট ভাই।
বেশ কিছু শখ নেই
প্রতিদিন স্কুল যায়
বিকেল হলে বেরিয়ে যায়।
মায়ের বকুনি বাবার মার
খেয়ে খেয়ে দিন যায়।
দিদির উপর রাগ তার
দিন কাটে ঝগড়া করে
সে আমার ছোটো ভাই।

কন্যাশ্রী

সুস্মিতা আখুলী (দ্বিতীয় বর্ষ)

মেয়েরা আমাদের ঘরের 'সম্পদ'
ভবিষ্যতের অনন্যা
ওদের নিজ পায়ে দাঁড়াতে দিন
"কন্যাশ্রী" ওদের প্রেরণা।

বঙ্গ আমার জননী আমার
ধাত্রী আমার, আমার দেশ,
পেয়েছি মোরা কন্যাশ্রী প্রকল্প
নেই আমাদের আর কোন ক্লেশ!

কন্যা আমার কন্যা তোমার, কন্যা ভারত মাতার,
কন্যা নিয়ে গর্ব করো, কন্যা প্রিয় সবার।
কন্যা যাবে ইস্কুলেতে, বাড়বে দেশের মান,
এসে গেছে কন্যাশ্রী সরকারের-ই দান।

জীবনের লাশ

ব্রহ্মানন্দ মুখার্জী (প্রথম বর্ষ)

রক্তের বলয় শিরা ধমনীতে ঝিলিক মারে
এখন মৃতদেহের সাথে যাপন করি জীবন
রক্ত ছলকায় গর্জায়
লহমায় ভাঙতে পারে যে কোনো প্রাচীর
জানোয়ার নই বলে
দেওয়ালের কাছে এসে
হাঁটু ভেঙে বসি
মুঠো মুঠি গুটিয়ে নিই
চিৎকার করে বলি
সে কোথায় যার বুকে দেখেছিলাম
লাল মুদ্রার মতো চাকতির ছাপ
আর খোরস্রোতা চাকতির ছাপ
আর খোরাস্রোতা নদীর বিদ্যুৎ।

এই চিৎকার দিগন্তে প্রতিধ্বনি তোলে
সবাই মুখোমুখি চায় উত্তর দেয়না
মৃতদের পাশে মৃতের মতো পড়ে থাকি।
শিকল আমায় লাশ বানিয়ে রেখেছে।
জীবনের এক কারাগারে।

" নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেহ নাহি দিবে অধিকার- হে বিধাতা।"
-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার মা

অঞ্জলী পাল (প্রথম বর্ষ)

মা কথাটি ছোট্ট অতি
কিন্তু বড়ই মধুর,
মা থাকলে মন আমাদের
আনন্দে ভরপুর।
আমি বলি মায়ের মনে
দুঃখ দিতে নাই,
মায়ের মতো এই জগতে
গুরুজন আর নাই।
মা নাই যার তার মনেতে
কতই দুঃখ হয়,
মা থাকলে এই পৃথিবীতে
থাকেনা কোন ভয়।
সবার থেকে ভালোবাসি
আমার প্রিয় ম কে।
সবকিছুর মধ্যে আমি
চাই যে শুধু তাঁকে।
যাঁর জন্য দেখতে পেলাম
বাইরের জগৎটাকে।
অন্য কেউ নন যে তিনি
তিনিই আমার মা যে।
যখন আসে দুঃখ আঘাত
কেউ থাকে না পাশে।
চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে
মা ডেকে নেয় কাছে।
তাইতো বলি মায়ের মনে
দুঃখ দিও না।
মায়ের মতো আপনজন
ত্রিভূবনে আর তো পাবে না।

জীবন পাখি

সুস্মিতা ঘোষ (প্রথম বর্ষ)

বিশ্বমাঝে একটি গ্রামে ছিল যে এক পাখি
সুন্দর রূপে ছিল যে তার মনভোলানো আঁখি।
সারাদিন হেসে খেলে কাটিয়ে দিত বেলা,
বাড়িতে সে পায়নি আদর, পেয়েছে অবহেলা।
তবুও অনেক স্বপ্ন আঁকা ছিল সে তার মনে,
কে জানতে শিবসম বর, ছিল তার জীবনে!
বিয়ের পর স্বামীর সাথে বাঁধতে গেল ঘর,
ফুটফুটে এক বাচ্চা কোলে বছর দেড়েক পর।
হঠাৎ সেদিন আকাশজুড়ে কালবৈশেখের ঝড়,
বাচ্চা হবার ছদিন পর, পাখির প্রবল জ্বর।
কিন্তু হায়! একি বিধাতার লিখন,
দুধের শিশু পিছে রেখে উড়ল পাখির জীবন।
খবর শুনে গ্রামের সবার অশ্রু ভরা আঁখি,
বিশ্বমাঝে রইল না আর সেই জীবন পাখি।

আমার প্রশ্ন

বুলবুল ঘোষাল (প্রথম বর্ষ)

কষ্ট করে বড়ো হলাম
মানুষের মতো মানুষ হলাম।
কিন্তু সেই কষ্ট করেছিল কারা ?
তুমি, আমি–কই না তো!
তাহলে কারা ?
কারা শিখিয়েছিল তোমায়
হাতে কলম ধরতে, পথ চলতে
আর ভয়কে জয় করতে।
তুমি কি এখন তাদের কাছেই থাকো ?
কই থাকো না তো!
তাহলে কি মানুষের মতো
মানুষ হয়ে যাওয়া ছেলে মেয়ের কাছে
তাদের কি কোনো মূল্য নেই ?
তাহলে কি তারা সত্যিই
মানুষের মতো মানুষ হয়েছে ?
নাকি কোথাও ত্রুটি আছে ?

বিবাহ

সুমন সিংহ (দ্বিতীয় বর্ষ)

'অষ্টম বর্ষে ভবেত গৌরি' এই গৌরিদান প্রথা অষ্টাদশ শতকের বাংলা সমাজে ব্যাপক ভাবে প্রচলন ছিল। কূলীন সমাজের অধিপতিরা মনে করতেন, এই গৌরিদান প্রথা পালন করলে নাকী, সাত জনমের পাপের ফল পূণ্য হয়। বলাবাহুল্য এই প্রথা যদি এই যুগের সমাজে প্রচলন হয় তাহলে আইনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া দুষ্পাপ্য। এই কথা চিন্তা করতে করতে বৃদ্ধা হরিনাথ বাড়ির চাওয়া বারেন্দায় এসে বসলো। মাথার উপর বড়ই চিন্তা তার, সত্যিইতো বাড়িতে উপযুক্ত মেয়ে থাকলে কারনা চিন্তা হয় শুনি। হরিনাথের কর্ম ফল বলতে শূন্য। পূর্বপুরুষের যা ধন ছিল তাদের বংশ সুদ বসে বসে খাচ্ছে। এক মেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে সে নিন্দা প্ররোচনায় ঘর করেন হরিনাথ। হরিনাথের সমকালীন চিন্তা হল, মেয়ের বিবাহ দেওয়া নিয়ে। ইতি মধ্যে আট, দশ খানা পাত্রের সম্মুখীন হতে হয়েছে তার মেয়ে লীলাবতীকে। কিন্তু কারু পছন্দ হয় না, কারণ লীলাবতীর গায়ের রঙ ছিল টুক টুকে কালো। সবাই বিদ্রুপ করে বলতো, কালি পূজোর সময় তাকে মণ্ডপে দাঁড় করিয়ে দাও না। 'কালো মেয়ে বলে কি আমার মেয়ের কোন দিনই বিবাহ হবে না' এক অজানা আতঙ্ক হরিনাথকে গিলে গিলে খাচ্ছিল। মনে মনে হরিনাথ নিজের ভাগ্যকে দুষছেন আর মেয়েকে গালাগালি দিচ্ছেন। মেয়ে যখন জন্মেছিল মেয়ের গায়ের রঙ ছিল স্বর্ণ কমলের মতো, হঠাৎ করে এত পরিবর্তন। এর সাপেক্ষে প্রমাণ খুঁজতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন হরিনাথ। বাপের এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি লীলাবতীকে চঞ্চলা করে তুলেছিল। এই দিকে লীলাবতীর বয়স কুড়ি হইতে ত্রিশে পৌছিলো।

একদিন হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটে গেল, লীলাবতীকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। হরিনাথ ও তাঁর স্ত্রী মরিয়া হয়ে খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। অবশেষে লীলাবতীকে পাওয়া গেল নদীর ধারে। উত্তপ্ত বালির মধ্যে চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে লীলাবতী, কি তৃপিটার সঙ্গে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে হো, হো করে লোক জুটে গেল। গোল করে দাঁড়িয়ে রইলো লীলাবতীর চারপাশে। হরিনাথ ও তার স্ত্রীর চোখের জল আর নদীর জল মিলে মিশে এক হয়ে গেল। আর সেই সঙ্গে শেষ হয়ে গলে লীলাবতীর কালো যৌবন দেহটা। কন্যাদায়গ্রস্ত হরিনাথের মাথার বোঝ নেমে গেল। তাকে আর কালো মায়ের বাবার গঞ্জনা সহ্য করতে হবে না সব থেকে হরিনাথ আজ মুক্তি। সে অক্ষরে অক্ষরে বুজতে পারলো, এই সমাজ কালো জিনিস গ্রহণ করে এক সার্থে না হয়, তার উপযুক্ত বিনিময়ে। যেটা হরিনাথের কোন দিনই দেওয়া সম্ভব ছিল না। পাত্র পক্ষ লীলাবতীকে পছন্দ করত না কিন্তু মোটা পন যদি দেওয়া হয় তাহলে এই কালো মেয়েকে গ্রহণ করতে রাজি। হরিনাথ সামান্য অর্থ দেওয়ার ক্ষমতা ছিল, সে তার মেয়েকে কোন দিনই হাত ভর্তি করে দিতে পারতো না। লীলাবতী বুঝে গিয়েছিল এই জনমে তার বিবাহ স্বপ্নটি পুরন হবে না। প্রত্যেক মেয়েরই বিবাহ এক অহংকার, সেই অহংকার

থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলেই লীলাবতী নদীর চরে গিয়ে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছিল। মেয়ের অকাল মৃত্যুতে হরিনাথ ও তার স্ত্রী সম্পূর্ণ ভাবে শোকগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। বেশ কিছুদিন কেটে যাবার পর, গ্রামে মহা উৎসবের আলোড়ন পড়ে গেল। তাহলে কী গ্রামে কোন দেব দেবীর পূজা হচ্ছে নাকী, না। এই অগ্রহায়ন মাসেতো কোন পূজা নেই। ঘর থেকে কাঁপতে কাঁপতে হরিনাথ বাইরে বেরিয়ে এসে এক গ্রাম্য যুবককে জিজ্ঞেস করতেই গ্রাম্য যুবকটি খিক খিক করে হেসে বলল, সে কি খুঁড়ো তুমি জানো না। আজ যে বণিক মশায়ের মেয়ের বিয়ে কথাটি শেষ না করেই যুবকটি মহা আনন্দে সেখান থেকে প্রস্থান করিলো। এই বণিক মশায় হলেন গ্রামের সম্ভ্রান্ত ব্যবসাদার, প্রচুর টাকা পয়সার অধিপতি। তাকে গ্রামের লোক যথেষ্ট সম্মান করে। সেই সম্মান ভক্তিতেই হোক বা টাকার জোন্যই হোক। বৃদ্ধ হরিনাথের বয়সের পরিসমাপ্তি ঘটেছে, আসলে তা নয় মেয়ের অকাল মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছেন। হরিনাথের স্ত্রী নেয়ে আসার পর গম্ভীর হয়ে চাওয়া বারেন্দায় মেরুদণ্ড হেলিয়ে বসে রইলো। হরিনাথ সেই পরিস্থিতি দেখে তেলে বেগুনে হয়ে বলে উঠলো- কি রা হতভাগি, আজ আমাকে উপবাসে রাখবি নাকী, ধরা উনোন ঘরে যা আছে তাই হবে। এই অপ্রত্যাশাকর ভাষা শুনেও সে প্রতিবাদ না করে নিশ্চল ভাবে বলে উঠল,-আজ বণিক মশায়ের মেয়ের বিয়ে। বিরক্তি ভাবে হরিনাথ বলল,- শুনেছি। তাতে কি হয়েছে, মেয়ে দেখতে সুন্দর তাছাড়া বাপের টাকা আছে। এই বারে তার স্ত্রী তার কথায় প্রতিবাদ টেনে বলল,-মোটেও ওর মেয়ে দেখতে ভালো নয়। আমাদের মেয়ের থেকেও কুস্যিত, শুধু বাপের টাকা আছে তাই বাপ বরপণ হিসাবে পাঁচ লক্ষ টাকা দিচ্ছে। কথাটা শোনা মাত্রকেই হরিনাথের রক্ত গরম হয়ে গেল। সমাজের উপর তার চরম রাগ হল, বিবাহের জন্য টাকা দিতে হবে। টাকা দিলেই সাতখুন মাপ। আমি টাকা দিতে পারি নাই তাই বিবাহ আত্মা আমার মেয়েকে মৃত্যু বরণ করতে বাধ্য করেছে, বণিক মশায়ের টাকা আছে বলে তার কালো কুস্যিত মেয়ের বিবাহ হচ্ছে ভগবান এই ঘোর অন্যায় বিচার একতরফা হোয়া উচিত। সমাজ কি এতোই নীচে যে শুধু টাকার দাঁড়িপাল্লায় সব বিচার করে বিশেষত বিবাহ পর্যায়। কেউ কি নেই যারা এই পণপ্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। তার ফাঁকা উক্তি শোনার সত্যিই কেউ নেই। হতবাক, চারিদিক শুধুই হতবাক। গোধূলীর আলো কাটিয়ে চাঁদের ঝলমলে জৎস্না চারিদিকে পূর্বাভিত করেছে। সেই জৎস্নার চাদরকে ভেদ করে শোনা গেল সানাই-এর মধুর ময় সুর। সেই সুর যেন বিদ্রুপ করে বলেছে 'কালো মেয়েরও বিবাহ হয় হরিনাথ যদি বাপের টাকা থাকে। এই সমাজে টাকা দিয়েই বিবাহ দিতে হয় পণপ্রথার বিরুদ্ধে গিয়ে হয় না। অগ্রাহায়নের শেষ লগ্নতে বিবাহ সম্পন্ন হল কালো মেয়ের।

ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের বিখ্যাত উক্তি.....
'তোমাদের চৈতন্য হোক'
এখনো সমাজের চৈতন্যের খুবই অভাব। মানুষ আছে বন মানুষের বেশে ॥

অবুঝ ভালোবাসা

সৌরভ লায়েক (*দ্বিতীয় বর্ষ*)

"মায়া মায়া মুখটা তোমার,
যায় রাঙ্গিয়ে এই মন।"

'মায়া' সে যে সত্যিই মায়া। আমার ভাবনার জগতের রাজকন্যা। সে হয়তো আজ অন্যের রাজরাণী; তবুও সে আমার রাজকন্যা। তাকে প্রথম দেখি কলেজে,আমাদের ক্লাস রুমের বাইরে। প্রথম বার যখন ওর মুখটার দিকে দেখি কেন জানি না মনের মধ্যে ওর জন্য স্নেহ হয়। ক্লাসরুমের বাইরে 'ও' আমার পাশে দাঁড়িয়ে, আর 'আমি' ওর পাশে। কিছু সময় পর আমি ওকে জিজ্ঞাসা করি-1st year? ও উত্তর দেয় হ্যাঁ, ভূগোল অনার্স। তারপর একটু একটু কথা। বাসে করে একসাথে কলেজ আসা আবার বাড়ি যাওয়া। এই ভাবে দিনগুলো ভালোই যাচ্ছিলো। ওর কথা ভেবে-ভেবে জানি না কোন এক স্বপ্নের জগতে হারিয়ে যেতাম। ওকে নিয়ে কতো কল্পনা, কতো কথা ভেবেছি সারা রাত জেগে। ওকে ছাড়া এক একটা দিন এক যুগের মতো মনে হয়েছে। ওর সাথে কখন দেখা হবে, কখন কথা বলবো এই সব ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে যেতাম আর কখন যে ঘুম থেকে উঠতাম বুঝতেই পারতাম না। এত দিন ওর নাম না জেনেই ওকে ভালোবেসেছি, এক দিন ওর নাম জানতে পারলাম, জানো ওর নাম কী ? 'পরি' আমার পরি। তার পর একদিন ওকে Phone করে বলি-কাল তোমাকে একটা কথা বলবো,ও বললো আমি জানি তুমি কি বলবে, ওর এই কথাটা শুনে জানি না মনটা খুশীতে নাচতে লাগলো। ওর সাথে সাথে দেখা হওয়ার অপেক্ষা করতে লাগলাম। সেই দিন আমি খুশীতে সারারাত ঘুমোতে পারিনি। পরের দিন বাসে ওর পাশে বসি, তখন যে আমার মনের মধ্যে কি হচ্ছে তা ভাষায় বোঝাতে পারবো না। ওকে কি ভাবে বলবো এই কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে কলেজ চলে আসি বুঝতেই পারিনি। তারপর পরি ওর বন্ধুদের কাছে চলে যায়, তখন আর বলা হল না। ক্লাস শেষ হওয়ার পর দেখি পরি আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমি ওর কাছে ছুটে গেলাম, পরি আমার দিকে তাকিয়ে আর আমি পরির দিকে। অবশেষে হাজার চেষ্টার পর ওকে বলি "পরি আমি...আমি...আমি তোমকে...আমি তোমাকে ভালোবাসি"। আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি পরি খুব ভালোবাসি। পরি তখন আমার সাথে আর কথা বলেনি, মুখটা নীচু করে রেখেছে। কিছুক্ষণ পর ওকে জিজ্ঞাসা করি–পরি! আমি কি কিছু ভুল বলে ফেললাম ? ও কিছু উত্তর দেয় না। আমি বললাম-আমি ভালোবাসি বলে তোমাকে ভালোবাসতে হবেনা, তুমি যদি না চাও এই সব কথা আমি আর কোন দিনও বলবো না। পরি বলে, তুমি আমার বন্ধু খুব কাছের বন্ধু। তোমাকে আমি ভালোবাসতে পারবো না। তারপর আমি আমি আর কিছু বলিনি। কিন্তু ওর চোখের দিকে যতবারই তাকিয়েছি কেন জানি না মনে

হয়েছে পরিও আমাকে ভালোবাসে। জানি না আমার ভাবনাটা ঠিক না ভুল। বাস থেকে নামার আগে পরি বলে, আজ রাতে তোমাকে একবার Phone-করবো। বাড়ি এসে ওর Phone এর অপেক্ষায় বসে থাকি, কিন্তু ওর Phone আর আসে না। সারা রাত পরির কথা ভেবে খুব কাঁদি। তারপর কলেজ ছুটির কারণে দশ দিন ওর সাথে দেখা হয়নি। কলেজ খোলার পর ওর সাথে কথা বলতে গেলে, ও চলে যেত, বিরক্ত হত। আমি বুঝতে পারি ও আমাকে এখন খুব ঘৃণা করে। এর আগে ওর দু-চোখে আমার জন্য ভালোবাসা দেখেছি, আর তারপর থেকে শুধু ঘৃণা আর অবহেলা। ওর এই পরিবর্তনের কারণ জানতে চেয়েছি ও কিছু উত্তর না দিয়ে চলে গেছে। তারপর আর কোন দিনও জানতে চাইনি। মাঝে মাঝে নিজেকেই প্রশ্ন করি– ওকে কি আমি খুব খারাপ কিছু বলে ফেলেছি, ওকে কি খুব কষ্ট দিয়েছি, বিরক্ত করেছি...? তারপর কতো রাত যে কেঁদেছি ওর কথা ভেবে ভেবে। এখনো মাঝে মাঝে রাতে ঘুম আসে না, সারা রাত শুধু কাঁদি। পরি কি আমার মনের কথা বুঝেনি ? এখনো নিজের অজান্তেই Phone-টার দিকে তাকিয়ে থাকি, কি আশায় জানি না। হয়তো ওর Phone-এর আশায়।

জানি না আমার কথা পরির মনে আছে কি না ? আমি যে আজও ওকে ভালোবাসি, খুব ভালোবাসি। মাঝে মাঝে মনে হয় দু-হাত মেলে চিৎকার করে বলি I Love You পরি I Love You। আমি আগেও শুধু তোমাকেই ভালোবেসেছি, আজও ভালোবাসি আর সারা জীবন শুধু তোমাকেই ভালোবাসবো।

"Love's not Time's Fool!"

-Shakespeare

অভিমানী ভালোবাসা

বিক্রম মণ্ডল

ক্লাস ইলেভেনে পড়া একটি ছেলে আকাশ। শান্ত, ভদ্র, নম্র এবং পড়াশোনাতেও খুব ভালো, দেখতেও ভালো। এই আকাশ তার ক্লাসেরই একটি মেয়ে শ্রুতিকে স্কুলের প্রথম দিন দেখেই ভালোবেসে ফেলে। কিন্তু সে তার মনের কথা বলতে পারে না। আর শ্রুতি ছিল ক্লাসের সব থেকে সুন্দরী এবং রাগী মেয়ে। আকাশ পরের দিন থেকে তার সাথে বন্ধুত্ব করার চেষ্টা করে এবং আস্তে আস্তে তারা খুব ভালো বন্ধু হয়ে ওঠে। একদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে আকাশ শ্রুতিকে তার মনের কথা জানায়। শ্রুতি কোনো উত্তর না দিয়ে বাড়ি ফিরে যায়। আকাশের বাড়ি ফিরে খুব ভয় হতে লাগল। সে ভাবল এই কারণে তাদের যদি বন্ধুত্বটা নষ্ট হয়ে যায়। পরের দিন স্কুলে আকাশ শ্রুতির কাছে তার উত্তর জানতে চাইতে গেলে, শ্রুতি তাকে বলে, সে যেন তার সাথে আর কোনো দিন কথা না বলে এবং তাদের বন্ধুত্বটা এখানেই শেষ। আকাশের মাথায় যেন আকাশ ভাঙল। আকাশ ভাবল, সে কখনও শ্রুতিকে পাবেনা। পরের দিন সে কারোর সঙ্গে কথা বলেনি, মনমরা হয়ে জানালার ধারে একটি বেঞ্চে বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ শ্রুতি তার পাশে গিয়ে বসে হাতে হাত রেখে বলল "কিরে আমার সাথে কথা বলবি না ? আরে, আমি তো দেখছিলাম যে তুই আমাকে কতটা ভালোবাসিস। "I Love you" আকাশ "I Love you to"তুই খুব পাজি।

এভাবেই দুষ্টু মিষ্টি ঝগড়াতে তাদের ভালোবাসার দিনগুলি ভালো কাটছিল। তারা দুজনেই উচ্চমাধ্যমিকে খুব ভালো রেজাল্ট করে অমরকানন কলেজে ভূগোল অনার্স নিয়ে পড়াশোনা করতে লাগল। ভালোই কাটছিল তাদের দিনগুলি। হঠাৎ শ্রুতি লক্ষ্য করে আকাশ তাকে আর আগের মতো ভালোবাসে না, ফোন করলে ফোন রিসিভ করেনা, ফোন করলে বিরক্তি বোধ করে। এখন সে তাকে পুরোপুরি এড়িয়ে চলে। শ্রুতি একথা তাকে জিজ্ঞেস করায় আকাশ তাকে বলে, সে যেন সবকিছু ভুলে যায়, তার প্রয়োজন শেষ। একথা শুনে শ্রুতি কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি চলে যায়। আকাশের প্রতি আজ তার খুব রাগ হচ্ছে। রাগ কেন সে অতিরিক্ত কষ্টও পাচ্ছে তার কারণে। শ্রুতি স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি, আকাশ এরকম করবে তার সাথে। যাতে শ্রুতি তাকে ভুল বুঝে সে কারণে সে তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে অন্য একটা মেয়ের সাথে প্রেম করতে থাকে। শ্রুতি তাকে সত্যিই ভুল বুঝে। কিছুদিন পর আকাশের মৃত্যু সংবাদ শ্রুতির কানে এল। তার এক বন্ধু শ্রুতিকে একটা আকাশের চিঠি দিয়ে গেল, যা মৃত্যুর আগে ছেলেটাকে দিয়েছিল। চিঠিটা রাগ করে সে পড়ল না। সে রাতে আকাশের কথা খুব মনে পড়

ছিল সে চিঠিটা খুলে পড়তে লাগল তাতে লেখা ছিল –
প্রিয়, শ্রুতি-

আমি জানি আমি তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। কিন্তু আমার আর কিছু করার ছিলনা এছাড়া। কিছুদিন আগে আমাকে এক ডাক্তার বলে যে আমার Blood cancer-হয়েছে, আমি আর দুই মাস বাঁচব। তাই এই নাটকটা আমি বুকে পাথর চাপা দিয়ে করে গেছি আমাকে ক্ষমা করে দিস.... আমি ভেবেছিলাম তুই ভুল বুঝে আমার থেকে অনেক দূরে চলে যাবি। আমি তোর চোখের জল দেখতে পারতাম নারে। তাই এতসব করেছি, পারলে আমাকে মাপ করে দিস রে।

ইতি,
তোর আকাশ

চিঠিটা পড়ে শ্রুতি খুব কাঁদতে থাকে আর আকাশকে খুঁজতে থাকে। কিন্তু আকাশ তো আর এই পৃথিবীতে নেই। শ্রুতিকে ছেড়ে সে অনেক দূরে চলে গেছে।

শিক্ষাদানের কাজ বাগানের মালির মতো- রুশো

চিনে দেখো আসল নায়ক কে ?

পায়েল পাল
(তৃতীয় বর্ষ)

আমাদের দেশ ভারতবর্ষ। আর আমাদের গৌরব ভারতীয় সেনা (Indian Army) আমাদের রক্ষাকর্তা, জীবনদাতা, পরমবীর ভারতীয় সেনা, তাদের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি রইল এবং তাদের সুস্থতা কামনা করি ঈশ্বরের কাছে। তাদের সহস্র সেলাম জানাই। কারণ এই সেনাই প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এমন কি বছরের পর বছর নিষ্ঠার সঙ্গে ও অনড় ভাবে দেশবাসীকে রক্ষা করে। গ্রীষ্মের ৫০° উষ্ণতা বা শীতের -১৪° উষ্ণতার মতো চরম উষ্ণতা তাদের কর্মের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। সমস্ত প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য করে দেশের দশের সেবায় নিযুক্ত থাকে। নিজের প্রাণের বিনিময়ে দেশকে সন্ত্রাসবাদীদের হাত থেকে রক্ষা করে। নিজের পরিবারের চিন্তা না করে দেশের প্রতিটি পরিবারের কথা চিন্তা করে। এবং সর্বদাই নিষ্ঠার সঙ্গে কর্তব্য পালন করে। জনসাধারণের জন্য দুঃখ কষ্ট সহ্য করে কিন্তু তার জন্য আমরা তাদের কখনই কৃতজ্ঞতা জানাই না। এমনকি তাদের সকল ত্যাগের কথাও মনে রাখি না। শুধু মাত্র প্রজাতন্ত্র দিবস ও স্বাধীনতা দিবস ছাড়া। বর্তমানে সাধারণ মানুষ এতই ব্যস্ত থাকে যে তাদের নিজেদের বিচার বুদ্ধি বিসর্জন দিয়েছে। কারণ তারা তাদের আসল নায়ককে নির্বাচন করতে পারে না। অনেকে মনে করে ক্রিকেটাররাই নাকি আসল নায়ক, আবার অনেকে চলচ্চিত্র জগতের নায়ককেই আসাল নায়ক মনে করে। কিন্তু আসল নায়ক যে Indian Army তা অনেকে ভুলে যায়।

এই রকম বহু ব্যক্তি আছে, যারা ক্রিকেটারদের নিয়ে মাতামাতির সীমা রাখে না। এই যেমন ম্যাচ জিতলে তো বাজি ফটকা ফাটানো বা সেই ক্রিকেটারদের ফটোতে মালা দেওয়া দুধে স্নান করানোর মতো বাড়াবাড়ি ব্যাপার। কিন্তু আশ্চর্য এই ব্যক্তিরাই নিহত সেনা-জওয়ানের প্রতি কোনোরূপ শ্রদ্ধা বা সহানুভূতি দেখায় না। সন্ত্রাসবাদীরা সেনা-জওয়ানদের এত নির্মম ভাবে হত্যা করে, তাতেও তাদের হৃদয়ে করুণার সৃষ্টি হয় না। ছিঃ লজ্জা করে ! শুধুমাত্র বিনোদনই তাদের কাছে সব, সেনাদের প্রাণ তাদের কাছে কিছুই নয়। এই বোকা নির্বোধ মানুষগুলি জানে না যে 'আসল খেলা' সেটা নয় যেটা ময়দানে খেলা হয়। আসল খেলা সেটাই যেটা রণক্ষেত্রে খেলা হয় এবং জয়লাভ হয়। অর্থাৎ জীবনযুদ্ধ। আমি মনে করি যে প্রতিটি ক্রিকেট ম্যাচেই ক্রিকেটারদের বিজয়ী হওয়া দরকার। একটিতেও হার বরদাস্ত করা উচিত নয়। কারণ এই ম্যাচের জন্যই ক্রিকেট বোর্ড কমিশন বহু টাকা ব্যয় করে, ক্রিকেটারদের জন্য বিলাস বহুল ফ্ল্যাট, ভালো খাবার, দামি গাড়ি এমনি মোটা পারিশ্রমিকও দেন। তবু তা সত্ত্বেও তারা প্রতিটি ম্যাচে জয়লাভ করতে পারে না। এত সুযোগ সুবিধা

পাওয়া সত্ত্বেও তারা প্রতিটি ম্যাচে জয় লাভে অক্ষম হয়। অন্যদিকে সামান্য পারিশ্রমিক ও সামান্য সুযোগ সুবিধা পায় ভারতীয় সেনা। উপরন্তু মৃত্যু তাদের নিত্য সঙ্গী। এইসব বিড়ম্বনাকে অগ্রাহ্য করে নিষ্ঠার সঙ্গে তারা তাদের কাজ করে। তাহলে এবার প্রশ্ন হল আসল নায়ক কে ? যে নিজের পরোয়া না করে দেশের জন্য প্রাণ দেয় ? নাকি মোটা টাকা পারিশ্রমিক পাওয়ার খেলোয়াড় ক্রিকেটাররা। ভারতীয় সেনা না থাকলে বিশ্বের ক্রিকেটাররা নিজেদের শক্তি প্রদর্শন করতে পারতো না। তারাও সব সময় প্রাণনাশের আশঙ্কায় দিনযাপন করত। তাই আমাদের মতে আসল নায়ক Indian Army.

একই ভাবে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন। এই যেমন নেতাদের বড়ো বড়ো ভাষণে বহু সাধারণ মানুষ নিজের মন মোমের মতো গলিয়ে ফেলে। এই নেতারাই নাকি আগামী দিনের নায়ক। যারা কিছু একটা করবেই। অবশ্য এতে সাধারণ মানুষের কোনো দোষ নেই। কারণ নেতাদের ভাষণ টেকনিকটা এতটাই আধুনিক যে তারা সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য করা এদের বাঁ হাতের কাজ। আর সেই কারণেই এই ভাষণে থাকে মিষ্টতা, থাকে হুংকার, থাকে উৎসাহ, ক্ষমতা, দাম্ভিকতা ও সাহস। আর এখানেই যত গণ্ডগোল কারণ কথার ফুলঝুরিতে মানুষের পেট ভরে না। আবার সন্ত্রাসকে দমন করা যায় না। মঞ্চে বসে– "সন্ত্রাস দমন করব বা আতঙ্কবাদকে নির্মূল করবো" বলে বড়ো বড়ো হাঁক দেয়। কিন্তু আদৌ কি তা সম্ভব বলে মনে হয় ? ঠিক যেমন 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি'-র মতো। কিছু মানুষ আছে যারা এই নেতাদের ভাষণ শুনে তাদের ভক্ত হয়ে যায়। এবং তাদের গুণকীর্তন করে। বরং ভারতীয় সেনাকে কেউ সমর্থন করে না। একটি নেতা যতই বড়ো হোন না কেন সবার আগে সেও একটা মানুষ তাই তারও ভয়টুকু থাকবে। মঞ্চে যতই বুক চাপড়ে বলুন না কেন–"দেশের জন্য প্রাণ দেবো"। "সন্ত্রাস দমন করবো"। আন্দোলনের প্রথম গুলিটা আমার বুকে লাগবে এই সব কথা বলে মানুষের মন জয় করে। কিন্তু রণক্ষেত্রে সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করার মতো ক্ষমতা এদের নেই। শত্রুদের আক্রমণের ভয়ে লেজ গুটিয়ে ছুট দেবার পাত্র তারা। এই সেনাদের জন্যই এই দেশের নেতারা শান্তির ঘুমটুকু ঘুমোতে পারে। তাই নেতারাও আসল নায়ক বলে বিবেচিত নয়।

এই প্রসঙ্গে আরেক নায়কের কথা উঠে আসে। যাদের জন্য মহিলা ভক্তরা নিজের হাতে ব্লেড দিয়ে নাম লিখতেও ভয় করে না। তারা আর কেউ নয়, তারা চলচ্চিত্র জগতের নায়ক। যারা কিছুই কাজ করতে পারে না। তারাই একমাত্র অভিনয় করে এবং নায়ক হয়। অর্থাৎ একমাত্র নির্গুণ ব্যক্তিরাই অভিনয় করে। সিনেমায় দু-চারটি-পাঁচটি শত্রুকে টিসুম, টিসুম করলে মন ভরে না। কিন্তু মিথ্যাকে সত্য করা যায় না। শুধুমাত্র সিনেমাই এই নায়করা ফুল অ্যাকশান করলেও বাস্তবে এদের চেয়ে ভীতু আর কেউ হয় না। তাই এদের সাথে Indian Army-র কোন তুলনা করাই চলে না। সেনাদের শত ত্যাগ ও কষ্ট সত্ত্বেও তারা যেমন দেশবাসীর চিন্তা করে, ঠিক সেই রকমই আমাদের তাদের পাশে দাঁড়ানো উচিত। কেবলমাত্র

২৬শে জানুয়ারী বা ১৫ই আগষ্ট নয়, প্রতিদিনই তাদের প্রতি আমাদের সম্মান-শ্রদ্ধা ও ভক্তি জানানো উচিত। তাদের প্রতি আমাদের চির কৃতজ্ঞতাবোধ থাকা প্রয়োজন। ব্যস এই অল্পেই তাদের অনেক না পাওয়া জিনিস এক পলকে পেয়ে যেতে পারে। এই প্রার্থনাই তাদের আগামীদিনের শক্তি ও উৎসাহের টনিক স্বরূপ কাজ করবে। মানুষের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও প্রার্থনায় তাদের (সেনাদের) আরো উৎসাহ বাড়াবে, বাড়বে সাহস ও শক্তি। তাই আমাদের সহযোগিতা করা প্রয়োজন। যেমন জল ছাড়া জীবকুল বেঁচে থাকে না। ঠিক সেই রকমই Indian Army-বা ভারতীয় সেনা ছাড়া আমরাও শান্তিতে বাঁচতে পারবো না। তাই সকলকেই আসল নায়ককে চিনে নিতে হবে। আমরা গর্বিত আমরা ভারতীয়। আর আমাদের গর্ব Indian Army-বা ভারতীয় সেনা।

॥ বন্দে মাতারম, জয়হিন্দ ॥

সেলাম ইণ্ডিয়ান আর্মি

সেই রাষ্ট্রই ভালো যা কম শাসন করে। - মহাত্মা গান্ধী

A Tribute to our parents

Brahmananda Mukherjee (1st year)

Just as a tree known by its fruits and flower,similarly every child are known by their parents.We all known they do a lot for us but we tend to overlook and take things for granted. Without relesing the sacrifices they had to go thought bringing us up. we could start thanking them for the little things.

Of course there's an unfortunate truth that not everyone has good parents. But if there was someone in our life who act as a guider and philoshoper. Someone to turn to when in need, then thank that person too. He or she deserves it.

A lot of children in this world never really get to be children. To be free to imagine, play and have no worries. Thanks our parents for helping to make those first step in adulthood. We must realise by now that growing up is heard. When we are young, we are allowed to make as many mistake because our parents are there to catch us when we fall. Without our parents we wouldn't have made the journey to school and back on our own. The most inportance things that our parents gave us love. To grow up our life. I hope we felt a little touched after reading this.

In the last stanza we can say NO Love is greater than a parents love.

ছাত্র সংসদ